লিপি
শিলিগুড়ি, রবিবার, ১৫ অক্টোবর ২০১৭
Siliguri•Sunday•October 15, 2017
Arthik Lipi, Page 3

‘তৃণমূল আর মমতার চর’
মুকুলকে নিয়ে মোদী-শাহকে চিঠি

বিজেপি’র একাংশের আপত্তি এই নেতাকে দলে নিতে

স্টাফ রিপোর্টার: চিন্তা বাড়ল মুকুল রায়ের। তৃণমূল ছাড়ার পর আগেই তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন কুণাল ঘোষ। এবার মুকুলকে তীব্র আক্রমণ করে অমিত শাহ-নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিল একদা তাঁরই অনুগত অমিতাভ মজুমদার। ন্যাশনালিস্ট তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বকে। তৃণমূল ত্যাগের পর এবার বিজেপিতে যাওয়ার পথে মুকুল। আর ঠিক সেই সময়েই এই চিঠি রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দিল একদা তৃণমূলের এই সেকেন্ড ইন কম্যান্ডকে। শনিবারই মুকুলকে ‘ট্রোজান হর্স’ আখ্যা দিয়ে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। একই বয়ানে চিঠি দেওয়া হয় অমিত শাহ ও কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে। সূত্রের খবর, তৃণমূলেরই সাসপেন্ডেড রাজ্যসভার সাংসদ কুণাল ঘোষের পরামর্শে এই চিঠি দিয়েছেন অমিতাভ মজুমদার। চিঠিতে লেখা হয়েছে,‘তৃণমূলের চর হয়েই বিজেপিতে ঢুকবেন মুকুল রায়। উনি আসলে একজন ট্রোজান হর্স। মুকুল রায় বিজেপিতে গেলে দলেরই ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে। এতে আপনাদের দলের ক্ষতি হবে।’

প্রসঙ্গত, সারদা মামলা চালাকালীন এই মুকুল রায়ের পরামর্শেই তৈরি হয় ন্যাশনালিস্ট তৃণমূল কংগ্রেস। আবেদন করা হয় নির্বাচন কমিশনেও। এমনকী মুকুলের কমিশনে ‘প্রভাবে’র কারণেই চটজলদি নতুন দল হিসাবে ছাড় পত্রও পেয়ে যায় ন্যাশনালিস্ট তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল ছাড়ার পর কুণাল ঘোষের বাড়িতে মুকুলকে দলে নেতৃত্ব দেওয়ার আবেদনও জানান এই দলেরই সভাপতি অমিতাভ মজুমদার। তখনও মুকুলকেই তাঁদের অনুপ্রেরণা বলে মন্তব্য করেন তিনি। তবে তাতে সাড়া দেননি তৃণমূলত্যাগী এই নেতা। তারপরই হঠাৎ করে মুকুল রায়কে ‘মমতার চর’ বলে প্রধানমন্ত্রী, অমিত শাহকে চিঠি দেওয়ায় কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এখানেই শেষ নয়।

এই প্রসঙ্গে অমিতাভ মজুমদারে বক্তব্য, ‘মুকুল রায় আসলে তৃণমূল ত্যাগের ভান করছেন। গোটাটাই নাটক। ওর কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই।’

অপরদিকে মুকুলের বক্তব্যে হতাশ রাজ্য বিজেপির একাংশও এখন তাঁর বিজেপি যোগ আটকাতে চাইছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে তা নিয়ে অভিযোগও জানানো হয়েছে। বিশেষ করে নারদ-সারদা নিয়ে মুকুলের বক্তব্যে সন্দিহান রাজ্য বিজেপি। পাশাপাশি দুর্নীতির অভিযোগ তো আছেই। তাই সব মিলিয়ে তাঁকে দলে নেওয়ার আগে আরও একবার খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে আবেদন জানানো হবে।

নারদ নিয়ে মুকুলকে ফোন সিবিআইয়ের

স্টাফ রিপোর্টার : নারদ কাণ্ডে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়ে মুকুল রায়কে ফোন করল সিবিআই। তাঁর গুরুসদয় দত্ত রোডে বাড়িতে গিয়ে এবার এই স্টিং অপারেশনের পুনর্নির্মাণ করবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। স্টিং অপারেশনের সময় এই বাড়িতেই দু’দুবার দেখা গেছে নারদ নিউজ সিইও ম্যাথু স্যামুয়েলকে। ওই ভিডিও ফুটেজে হাতে টাকা না দেখা গেলেও মুখে বারবার করে এস এম এইচ মির্জার নাম শোনা গিয়েছিল। যিনি সেই সময় বর্ধমানের পুলিশ সুপার ছিলেন। ম্যাথু-মুকুল প্রথম বৈঠক হয় ২০১৪ সালের ২৫ এপ্রিল।

এই মামলার প্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু করল সিবিআই। নারদ ফুটেজে দেখা ভিডিও’র সঙ্গে চাইছে সিবিআই। আর তাই মুকুলের গুরুসদয় দত্ত রোডের ফ্ল্যাটে যেতে চাইছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। এর আগে একইভাবে অপরূপা পোদ্দার, ইকবাল আহমেদ, প্রয়াত সাংসদ সুলতান আহমেদের বাড়ি, তৃণমূলের আরও এক সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস ও শুভেন্দু অধিকারীর হলদিয়া অফিসে একইভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়। মেয়রের উপস্থিতিতে শুক্রবার কলকাতা পুরসভায় পুনর্নির্মাণ করে সিবিআই। এবার মুকুল রায়ের ফ্ল্যাটে গিয়েও একইভাবে তদন্ত শুরু করতে চাইছে তারা।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এবার ব্যোমকেশের চরিত্রে অনির্বাণ

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলা এবং হিন্দিতে ছোট ও বড় পর্দায় ঝড় তোলার পর এবার অনলাইন ওয়েব সিরিজেও অগমন ঘটল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি ব্যোমকেশ বক্সীর। বাঙালি পাঠকদের প্রিয় এই সত্যান্বেষীকে এবার দেখা যাবে বাংলা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘হইচই’য়ে। সম্পূর্ণ এই ওয়েব সিরিজটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সায়ন্তন ঘোষাল। ব্যোমকেশের চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে। ব্যোমকেশের সহযোগী অজিতের ভূমিকায় রয়েছেন সুব্রত দত্ত। অন্যদিকে অভিনেত্রী ঋদ্ধিমা ঘোষ করছেন সত্যবতীর চরিত্রটি।

পরিচালক জানিয়েছেন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ব্যোমকেশ বক্সীর ‘সত্যান্বেষী’ ও ‘পথের কাঁটা’ গল্প দুটি নিয়ে প্রথম পর্ব এবং ‘মাকড়সার রস’ ও ‘অর্থম অনর্থম’ নিয়ে দ্বিতীয় পর্ব ওয়েবকাস্ট করা হবে। এই ওয়েব সিরিজে লেখকের মূল গল্পগুলির কোনওরূপ পরিবর্তন করা না হলেও ট্রিটমেন্টে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে পরিচালক জানিয়েছেন।

“বিমল গুরুংকে উগ্রপন্থী সাজিয়ে এনকাউন্টারে মারতে চাইছে পুলিশ”

তৃণমূল ও সরকারের উচ্চাকাঙ্খার জন্যই অমিতাভর প্রাণ গেল : দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার : পাহাড়ে গুরুং বাহিনীর হাতে নিহত এসআই অমিতাভ মালিকের মৃত্যুর জন্য এবার রাজ্য সরকারকেই কাঠগোড়ায় তুললেন দিলীপ ঘোষ। পাশাপাশি শনিবার ফের পাহাড়ে এক ঘরে হয়ে যাওয়া বিমল গুরুংয়ের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। সল্টলেকে বিজেপি’র দলীয় রাজ্য কার্যকারিণীর বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেখানে তিনি বলেন, “তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের উচ্চাকাঙ্খার বলি হতে হল এসআই অমিতাভ মালিক। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এখন সরকার সমবেদনা দেখাচ্ছে। এটা লজ্জার।” শুধু তাই নয়, অমিতাভর মৃত্যুর পেছনে কার্যত রাজ্য পুলিশেরই ‘ব্যর্থতা’ই দায়ী বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দিলীপ ঘোষ বলেন, “পাহাড়ের হাই অল্টিটিউড কম্ব্যাট প্রশিক্ষণ ছিল না তাই পুলিশের তাই এই অবস্থা হয়েছে।” এর আগেও পাহাড়ে গিয়ে বিমল গুরুংয়ের ঢালাও প্রশংসা করতে শোনা গিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষকে। তারই রেশ বিধাননগরের রাজ্য কমিটির কার্যকরী বৈঠকেও বজায় রাখলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। শনিবার গুরুংকে রাজ্য সরকার মেরে ফেলার প্রচেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে তাঁর বক্তব্য “বিমল গুরুংকে সন্ত্রাসবাদী, দেশদ্রোহী সাজানো হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে রাজ্যের বাইরে বার করে দিয়ে পাহাড় কব্জা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাকে এনকাউন্টার করার চেষ্টা করেছে পুলিশ।” তবে বিমল গুরুংকে দেশদ্রোহী সাজালেও একই দোষে দোষী হয়ে কেন বিনয় তামাং ছাড়া পাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, “গুরুং যা করেছে, একই কাজ করেছে বিনয় তামাং। তাহলে ও কেন ছাড় পাচ্ছে? আসলে বিনয় এখন তৃণমূলের শরণাপন্ন তাই ছাড় পেয়ে যাচ্ছে।”

শুক্রবার সংঘর্ষের পর পুলিশ দাবি করেছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হলেও তা আদৌ বিমলপন্থীদের কাজ থেকে উদ্ধার করা কি না, এদিন তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিজেপি সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, “কিছু অস্ত্র দেখানো হচ্ছে মিডিয়ার সামনে। এগুলি কার তা পুলিশ প্রমাণ দেয়নি। আসলে মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। এগুলি মাওবাদীদের কাছ থেকে উদ্ধার অস্ত্র নাকি পুলিশের মালখানার অস্ত্র তা কেউ জানে না।”

শুক্রবারের গুলিচালনা প্রসঙ্গে দিলীপবাবুর যুক্তি পুলিশবাহিনী এমনকি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে পাহাড়ে অনৈতিক কাজ করাচ্ছে রাজ্য। তাদেরকে দিয়েও অত্যাচার করা হচ্ছে। তাই জনরোষ বেড়েছে। তাই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের মৃত্যুর পাশাপাশি উল্টো দিকের বহু মানুষ মরেছে।

তৃণমূলের দখলের রাজনীতির জন্যই পাহাড়ে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। তবে সরকার পাহাড়ে ‘সমবেদনা’ পেতে এনকাউন্টারে শুধুমাত্র অমিতাভ মালিকের মৃত্যুকেই তুলে ধরলেও বিমলপন্থীদের কারও মৃত্যু হয়েছে কি না তা জানাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে দিলীপ ঘোষ বলেন, “শুক্রবারের এনকাউন্টারে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সরকারের তরফে একজন পুলিশ অফিসারের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। কিন্তু উল্টো দিকেও বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তা নিয়ে সরকার চুপ। এটা অপচেষ্টা ছাড়া কিছুই না।”

দখলের রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী ডিএমদের পঞ্চায়েত এলাকার ডিলিমিটেশনদের নির্দেশ দিয়েছেন। তৃণমূলকে সুবিধে পাইয়ে দিতে কোনও বিরোধী দলকে না জানিয়ে এমনভাবে ডিলিমিটেশন হচ্ছে যাতে বিরোধীদের জেতা সিট তৃণমূলের জেতা এলাকার মধ্যে মিশে যায়। তৃণমূল বাড়তি সুবিধা পায়। এলাকা দখলের রাজনীতিতে প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পেছনের দরজা থেকে জেতার চেষ্টা করছে টিএমসি।”

দলের বাংলায় অগ্রগতি সম্পর্কে রাজ্যসভাপতি জানিয়েছেন, সংসদের নির্বাচনে ২০১৯ সালে। তার আগে প্রস্তুতি শুরু করেছি। লোকসভা সিটের দায়িত্বে একজন করে ‘পালক’। দু’টি বিধানসভা নিয়ে যুগ্ম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একজন কর্মকর্তাকে। নিষ্ক্রিয় কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে পার্টি এগোচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে অমিত শাহ ফের রাজ্যে আসবেন বলে জানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ।

দেউলিয়া বিধিতে লাভবান হবে ব্যাঙ্কগুলি, মত আরবিআই-এর ডেপুটি গভর্নরের

স্টাফ রিপোর্টার: শুক্রবার বণিকসভা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে শহরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ‘রেগুলেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি’ শীর্ষক এদিনের আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর এন এস বিশ্বনাথন। এদিন তিনি বলেন, ব্যাঙ্করাপসি কোড বা দেউলিয়া বিধি চালু হলে দীর্ঘ মেয়াদে লাভবান হবে ব্যাঙ্কগুলি। ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক ক্ষমতা বাড়বে বলে তিনি জানান।

এদিনের আলোচনায় বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় উঠে আসে ভারতের মতো দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার গুরুত্বটি। দেশের ৮০ শতাংশ আর্থিক কার্যকলাপ যেখানে ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির সঙ্গে জরিত সেখানে আর্থিক স্থায়িত্বর জন্য ব্যাঙ্কিগুলির আর্থিক ক্ষমতা এবং শক্তিশালী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে মত পোষণ করেন বক্তারা।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু নিয়ে কলকাতা পুরসভার সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ। *ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলি*

গাফিলতিতে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : এবার চিকিৎসা গাফিলতিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল সুপার স্পেশালিটি আইডি হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার জ্বর নিয়ে এখানে ভর্তি হন বাগুইআঁটির বাসিন্দা বেবি রাজবংশী। শুক্রবার শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছুটি দিয়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে বাড়ির লোকের আপত্তিতে হাসপাতালেই ছিলেন তিনি। শনিবার সকালে মৃত্যু হয় বেবির। এই ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে গৃহবধূর পরিবার। বুধবার রাত থেকে জ্বরে পড়েন বছর আঠাশের বেবি রাজবংশী। পরের দিন তাকে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিলে বৃহস্পতিবার আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা ছুটি দিলেও বমি ও জ্বর না কমায় বাড়ির লোকজন ছুটি নিতে আপত্তি জানায়। শনিবার সকালে মারা যান তিনি। ঘটনায় ডেঙ্গুতে মৃত্যু বলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাড়ির লোকজন। হাসপাতালের অধ্যক্ষ উজ্জ্বলকুমার ভদ্র ডেঙ্গুতে মৃত্যু দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন।

রেল ব্রিজে পা আটকে মৃত্যু যুবকের

স্টাফ রিপোর্টার : কালীপুজোর সরঞ্জাম কিনে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে বিধাননগর স্টেশনের কাছে। তবে দেহ কে উদ্ধার করবে তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ টানাপোড়েন চলে মানিকতলা ও বিধাননগর থানা পুলিশের মধ্যে। ফলে দীর্ঘক্ষণ রাস্তার উপরেই পড়েছিল দেহ। শুক্রবার দীপাবলির জন্য জিনিসপত্র কিনে বিধাননগর থেকে ফিরছিল ওই যুবক। সঙ্গে আরও দুই বন্ধু ছিল বলে জানা গেছে। ফেরার ট্রেন ধরার জন্য রেললাইন দিয়েই স্টেশনে ঢুকছিল তিনজনে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্টেশনে ঢোকার আগে রেল ব্রিজে পা আটকে যায় ওই যুবকের। সেই সময় ওই লাইন দিয়ে বনগাঁগামী একটি ট্রেন আসছিল। পা বের করতে না পেরে ট্রেনের ধাক্কা খেয়ে রেল ব্রিজ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যায় ওই যুবক। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তার। তবে সঙ্গে বাকি দু’জনের কোনও আঘাত লাগেনি। পরে মানিকতলা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে আরজিকরে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত্যুর কারণ নিছক দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনও কারণ আছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাসের চাকায় পিষে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বাস থেকে নামতে গিয়ে পেছনের চাকায় পিষ্ট হল এক যুবকের। শনিবার বেলা ১২টা নাগাদ বেলেঘাটা মেইন রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম সত্যেন্দ্রকুমার সাউ। পুলিশ সূত্রে খবর, রাজারহাট থেকে নবান্ন রুটের একটি বেসরকারি বাস শিয়ালদহ থেকে বেলেঘাটার দিকে যাচ্ছিল। ওই বাসেই ছিলেন সত্যেন্দ্রকুমার সাউ। বেলেঘাটা থানার সামনে বাসটি আসার পর ফুলবাগানের বাসিন্দা ওই যুবক বাস থেকে নামতে যান। তবে পেছনে অন্য একটি বাস চলে আসায় তাকে না নামিয়ে বেরোতে যায় ওই বেসরকারি বাসটি। নামতে গিয়ে পড়ে যান তিনি। তার উপর দিয়ে বাসের পেছনের চাকা চলে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সত্যেন্দ্রকুমারকে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তবে ঘাতক বাসটিকে ধরা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে বাসের চালককে।

টেট নিয়ে অবমাননার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১৪ সালে টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট বা টেটের পরীক্ষায় পাস করলেও মেলেনি শংসাপত্র। আর সেই অভিযোগেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সচিব রত্না বাগচী চক্রবর্তীকে একটি নোটিস পাঠালেন মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। অভিযোগ, ২০১৪-র প্রাথমিকের শিক্ষা নিয়োগ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও শংসাপত্র বা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। এমনকি আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এই শংসাপত্র দেয়নি বেশ কয়েকজন টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে। তারই অভিযোগে নোটিস পাঠানো হল সচিবকে। আগামী সাতদিনের মধ্যে মামলাকারী টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের শংসাপত্র না দিলে সচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হবে বলেও জানিয়েছেন ফিরদৌস শামিম।